দৈনিক জনকণ্ঠ

APR 06 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ... ৪ ...

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আটান্ন কোটি টাকার প্রকল্প

হাসান হাফিজ

যেখানে যত পাকা রাস্তা আছে, সব রাস্তাতেই ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি যাবে। সারা দেশে বিস্তৃত নেটওয়ার্কে অন্তত দু'লাখ সদস্য করা হবে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের উচ্চাভিলাষী এক প্রকল্পে এই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে মোট ব্যয় হবে ৫৭ কোটি ৮০ লাখ টাকা। বাস্তবায়নে সময় লাগবে চার বছর। প্রকল্পের কাজ বছরখানেকের মধ্যে শুরু করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বললেন, 'প্রকল্প আমরা তৈরি করে ফেলেছি। স্পট হবে মোট চার হাজার। অর্থাৎ পুরো প্রকল্পে চার হাজার লাইব্রেরির কাজ আমরা একযোগে করব। এ ধরনের কাজ চালানোর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা ইতোমধ্যে অর্জন করেছি আমরা। এখন চলছে অর্থ সংগ্রহের প্রয়াস। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। দাতা সংস্থাগুলো এই প্রকল্পের কার্যকারিতা ও নতুনত্বে আকৃষ্ট হয়েছে। জাপান, কানাডা, সুইডেন, নরওয়ে ও যুক্তরাজ্যের দাতা সংস্থার অর্থানুকূল্য পাওয়ার কথা রয়েছে এই প্রকল্পে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ইতোমধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামে সাফল্যের সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির কর্মসূচী পরিচালনা করছে। এ কর্মসূচী ঢাকায় শুরু হয়েছিল '৯৮ সালে। চট্টগ্রামে গত বছর। ঢাকায় এখন ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির সদস্য সাড়ে সাত হাজার। চট্টগ্রামে সদস্য সংখ্যা আড়াই হাজার। ঢাকায় মোট পাঁচটি বাসে ও চট্টগ্রামে একটি বাসে করে বই পাঠকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। চলতি বছরই খুলনা ও রাজশাহী মহানগরীতে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ জানান, ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির জন্য সারা দেশ থেকেই ক্রমবর্ধমান চাহিদা, অনুরোধ ও চাপ বেড়ে চলেছে। সবাই চাচ্ছেন, তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি যাক।

তিনি বলেন, সাধারণ সদস্যদের জন্য জামানত মাত্র এক শ' টাকা। আর বিশেষ সদস্যদের জামানত দু'শ' টাকা। মাসিক চাঁদা মাত্র দশ টাকা। সাধারণ সদস্য ১৫০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের একটি বই দু'সপ্তাহের জন্য বাড়িতে নিতে পারেন। বিশেষ সদস্য ২৫০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের একটি বই নিতে পারেন। বইয়ের গাড়ি নির্দিষ্ট সময়ে পাঠকের কাছে গিয়ে হাজির হয়। সুতরাং কষ্ট করে তাকে কোন লাইব্রেরিতে যেতে হয় না। সপ্তাহে এক দিন মঙ্গলবার বন্ধ থাকে। দুপুর দুটো থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি নির্দিষ্ট স্পটে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, কোন ধরনের বাধাবিপত্তি দূরে থাক, যাদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল, তারাই আমাদের রক্ষা করে চলেছে। এ থেকে বোঝা যায়, প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই এক একজন শুভ মানুষ আছে। তাকে জাগিয়ে তুলতে পারাটাই কৃতিত্ব।

সব পাকা রাস্তায় ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি যাবে ॥ বাস্তবায়নে সময় লাগবে চার বছর

দেখা গেছে, সচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষই ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির সদস্য হতে বেশি আগ্রহী। সদস্যদের শতকরা ৮০ জনই শিশু-কিশোর। বর্তমানে ঢাকায় যে চাহিদা, তার মাত্র ৬০% আমরা এখন পূরণ করতে পারছি। অনেক ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ রাস্তার কারণে ঢাকার অনেক জায়গায় বইয়ের গাড়ি যেতে পারে না। বাকি ৪০% পূরণের জন্য আরও চারটি গাড়ি দরকার।

স্বাপ্নিক মানুষ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের এই উদ্যম ও সাফল্যকে কেউ কেউ নীরব বিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের যে স্লোগান, সেটিও ব্যতিক্রমী– 'আলোকিত মানুষ চাই'। অধ্যাপক সায়ীদ জানালেন, বাংলাদেশে বই পড়ার কোন সংস্কৃতিই আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের যে লাইব্রেরি, সেটা বহু কষ্টে গড়া। এক লাখ বই আছে এতে। দেখা গেল সদস্য হয়েছেন মাত্র বারো শ' জন। এর মধ্যে ছয় শ' জনই অনিয়মিত। সিরিয়াস পাঠকের সংখ্যা মাত্র দু'শ'। কেন্দ্রের লাইব্রেরিতে বই লেনদেনের হার ১৫%। বিপরীতে ভ্রাম্যমাণে এই হার ৮৫%। তিনি বলেন, দেখুন ঢাকায় যত লাইব্রেরি আছে, কোন জায়গা থেকে কিন্তু বই বাড়িতে নিতে দেয়া হয় না। সমাজে যখন জ্ঞান প্রবেশ করেনি, পিপাসাই তৈরি হয়নি, তখন ঠিক করলাম, আগ্রাসী ভূমিকা নিতে হবে। পাঠক যখন লাইব্রেরিতে আসতে পারছেন না, আমরাই তাদের কাছে যাব। শুধু এই প্রোগ্রামেই আমরা বিদেশী টাকা নিয়েছি। নোরাড আমাদের সাহায্য করেছে। এই অভিযানে সাড়া পেয়েছি অভূতপূর্ব। ঢাকা, চট্টগ্রামের সাফল্যের পর আমরা গোটা দেশ এই প্রকল্পের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দেশব্যাপী প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বছরে ব্যয় হবে নয় কোটি টাকা। আমরা ফেরত পাব চার কোটি টাকা। মেইনটেন্যান্সের খরচ বিপুল। যোগাড় হয়ত হয়ে যাবে। আলোকিত প্রজন্ম বাংলাদেশকে অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সমাজের সমস্ত অমানিশা, পশ্চাৎপদতা, দারিদ্র্য ও অনুন্নয়ন দূর করবে। কারণ মানুষ তার আশার সমান বড়।